বীরাঙ্গনা কাব্য — মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য ১৮৬২ খ্রী: রচিত হয়। 'মেঘনাদবধে' যেমন মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর এবং 'ব্রজাঙ্গনা'য় যেমন তার কোমল অংশের পরিস্ফুটন হয়েছে, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তেমনই এই উভয়ের সম্মিলন হয়েছে। বীরাঙ্গনায় একদিকে বনবাসিনী, ঋষি বালিকা শকুন্তলার করুণ মর্মবেদনা এবং অপরদিকে বীরপ্রসূতি, তেজস্বিনী জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সংযোগসূত্র স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলনস্থল।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনাকাব্য প্রণয়ন করেছেন। বীরপত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনা-কাব্যও প্রসিদ্ধা পৌরাণিক মহিলাদের পত্রচ্ছলে গঠিত এবং পতিপরায়ণা সাধ্বীর, কলঙ্কিনী প্রেমিকার এবং অভিমানিনী সতীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে পূর্ণ। যে সমস্ত দোষগুণ ওভিদের পত্রাবলীর বিশেষ লক্ষণ, বীরাঙ্গনাতেও তা লক্ষিত হয়, উভয় গ্রন্থেই প্রেমিক হৃদয়ের রহস্য পরিজ্ঞানে অসামান্য নৈপুণ্য, উদাম কল্পনা এবং সেই সঙ্গে ধর্মনীতির ও সমাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু বীরপত্রাবলীর সঙ্গে বীরাঙ্গনার এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলে বীরাঙ্গনায় মৌলিকতার অভাব নেই। পত্রাকারে কাব্যরচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করেছিলেন, কোনো সূত্রে তাঁর গ্রন্থের ভাব অপহরণ করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাস আছে বলে যদি 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রণেতার গৌরবের হ্রাস না হয়, তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যে পত্রাবলীর ন্যায় কাব্য আছে বলে 'বীরাঙ্গনা' সম্বন্ধে মধুসূদনেরও গৌরবের হ্রাস হবে না।

এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় 'বীরাঙ্গনা' নাম সম্বন্ধেও মধুসূদন ওভিদের অনুসরণ করেছেন। বীরাঙ্গনা শব্দটি শোনামাত্র আমাদের সমরাঙ্গনে বিহারিণী রানী দুর্গাবতীর অথবা ঝাঁসীর

রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর ন্যায় রমনীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নি। সাধ্বী পেনিলোপ (Penelope), কলঙ্কিনী ক্যানেস (Canace) এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদো (Dido) এঁদের প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী "Heroic Epistles" এর সাগরের নামে অভিহিত করেছেন। মধুসূদনও তাঁর আদর্শে কলঙ্কিনী তারা, অভিমানিনী দেবী রুক্মিনী এবং তেজস্বিনী জনা, এঁদের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম প্রদান করেছেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। যাঁর নিকট মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত মধুসূদন আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গিয়েছেন, "বঙ্গকুলচূড়া" সেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন।

বীরাঙ্গনাকাব্য — দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরূরবার প্রতি উর্বশী এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা এই একাদশ সর্গে বিভক্ত। শ্রেণী অনুসারে ভাগ করলে এই এগারোটি পত্রিকা নিম্নলিখিত কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ১ম, প্রেমপত্রিকা — প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে প্রেমিকার পত্র। তারা, শূর্পনখা, উর্বশী এবং রুক্মিনীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান পত্রিকা — ইন্দ্রিয় সম্বন্ধমূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য পত্র। জাহ্নবীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, স্মরণার্থ পত্রিকা। স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা অথবা স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় উৎকণ্ঠিত প্রোষিতভর্তৃকার পত্র। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী এবং দুঃশলা এই চারজনের পত্র এই শ্রেণীর। ৪র্থ, অনুযোগ পত্রিকা — স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, মুখরা রমণীর পত্র। কৈকেয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সমজাতীয় পত্রগুলির মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান আছে, তার পরিস্ফুটন করে কবি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেন, তাঁর নৈপুণ্য সেই পরিমাণে

প্রশংসনীয়, মধুসূদন এই সকল সমজাতীয় রমণীদের একত্র করে, তাঁদের প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য যেভাবে রক্ষা করেছেন, তা দেখেই আমরা তাঁর প্রতিভা তথা কল্পনা বুঝতে পারি।